REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৵৹ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ⁄৹ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄১৹ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী
১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

১৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৬শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৩ ইংরাজী 11th August 1926. | ৭ম সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারন হিলিংবামের অসাধারন উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৹
" " ছোট শিশি ১৷৹

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৹
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থ করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৹ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৶৹ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৬শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৩ সাল।

ই, আই, রেলে নুতন ব্যবস্থা।

—০—

ই, আই, রেলে হাওড়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত অথবা কাশী হইতে যে কোনও ষ্টেশন পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক কন্‌সেসন টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থায় কলিকাতা হইতে যাঁহারা পশ্চিম যাইতেন, তাঁহাদেরই সুবিধা হইত। যাঁহারা কাশী হইতে অথবা তাহার পরবর্ত্তী কোন ষ্টেশন হইতে কলিকাতা আসিবার ইচ্ছা করিতেন, তাঁহারা সাপ্তাহিক কন্‌সেসন পাইতেন না এবং সেজন্য তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত গত ৩০শে জুলাই শুক্রবার ই, আই, রেলের উপদেষ্টা কমিটীর সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব অনুসারে যাত্রীদিগকে কাশী অথবা কাশীর পরবর্ত্তী যে কোনও ষ্টেশন হইতে হাওড়া অথবা হাওড়ার পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন ষ্টেশন পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক কন্‌সেসন টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। শীঘ্রই এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা হইবে। মধ্যম শ্রেণীর কামরায় বৈদ্যুতিক পাখা দিবার জন্যও উক্ত সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই বাবদ রেল কোম্পানীকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে।

ব্রাহ্মণ সভার বিধান।

—০—

ব্রাহ্মণ সভা বলপূর্ব্বক ধর্ষিতা নারীকে প্রায়শ্চিত্তান্তর পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বলধর্ষিতা নারীকে সমাজে পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য যে উদার ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ সভা দিয়াছেন, আশা করি হিন্দু সমাজ তাহা নির্ব্বিবাদে প্রতিপালন করিবেন। গঙ্গাস্নান দ্বারা বলনিপীড়িত নারী শুদ্ধা হইবেন, ইহাই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার অভিমত। বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইবার জন্য যদি কেহ কোন হিন্দুকে ‘কলমা’ পড়ায় অথবা অখাদ্যভোজনে বাধ্য করে, তবে সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সে শুদ্ধ হইবে। এই বিষয় ব্রাহ্মণ সভার নিকট শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা চাহিলে তাঁহারা বিনামূল্যে তাহা প্রদান করিবেন।

বস্ত্র আমদানী বন্ধ।

—০—

বড়বাজারের বস্ত্রব্যবসায়ী মাড়োয়ারী বণিকরা বিগত দাঙ্গায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। তাহার কারণ, দাঙ্গার সময় মফস্বল হইতে বস্ত্রব্যবসায়ীরা কলিকাতায় আসিয়া কাপড় কিনিতে পারেন নাই; সেইজন্য অনেক মাড়োয়ারীর গুদামে এখনও বিস্তর মাল অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার উপর উত্তর বঙ্গে হাঙ্গামার জন্য মাল তেমন বিক্রয় নাই। সেইজন্য মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্শ সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা আর এ বৎসর নভেম্বর মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে বিলাতে কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতি খরিদ করিবেন না, মজুদ বস্ত্রাদি বিক্রয় করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি মাড়োয়ারী বণিক সমিতির ঐ নিয়ম মানিয়া না চলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সমিতির নিকট অর্থদণ্ড দিতে হইবে। যাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের তাহা প্রতিকার করিবার অধিকার আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বরবেশধারী বদমায়েস।

—০—

পত্রান্তরে প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ভদ্রবেশী বদমায়েস কুমারটুলীস্থ এক ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিপ্রার্থনা করে। বদমায়েস নিজেকে পুলিশের দারোগা বলিয়া পরিচয় দেয়, সগোত্র বলিয়া ঐ স্থানে বিবাহ হইল না দেখিয়া সে ঝাউদিয়া গ্রামে চলিয়া যায়। তথায় এক দরিদ্র মজুমদার পরিবারের নিকট কানুনগো বলিয়া পরিচয় দেয়। দরিদ্র মজুমদার মহাশয় কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহার সহিত তাঁহার এক বয়স্থা কন্যার বিবাহ দেন। বিবাহ হইয়া গেলে যখন ঐ বরবেশী বদমায়েস কন্যাকে লইয়া ষ্টেশনে যাইবে, সেই সময় পাড়ার কতিপয় ভদ্রলোকের পরামর্শে মজুমদার মহাশয়ও ষ্টেশনে যাইতে স্বীকৃত হন। কিন্তু বর ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া কোন এক অছিলা করিয়া মজুমদার মহাশয়কে বাড়ীতে ফিরাইয়া দেয়। এদিকে গাড়ী আসিলে তাহারা কৃষ্ণনগর যাত্রা করিল। কৃষ্ণনগর ষ্টেশন হইতে তাহারা উভয়ে পদব্রজে যাইবার সময় সৌভাগ্যক্রমে কন্যাটির এক আত্মীয়ের সহিত দেখা হয়। আত্মীয় কন্যাটীকে কয়েকটী প্রশ্ন করিলে উক্ত বদমায়েস বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়ে। কন্যাটী উদ্ধার পাইয়াছে। কিন্তু বদমায়েসটা ধরা পড়িয়াছে কিনা জানা যায় নাই। পরে জানা গেল যে ঐ বদমায়েস অসদুদ্দেশ্যের জন্য এই ভাবে ভদ্র গৃহস্থের কন্যাকে আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে।

জাল জমিদারের ভীষণ প্রতারণা।

—০—

কুঠিঘাটা বরাহনগরে এক ভীষণ প্রতারণা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা ২০নং গোলক দত্ত লেনের শ্রীযুত ডি, কে, মুখোপাধ্যায় কলিকাতার উপকণ্ঠে একটী ভাল বসতবাড়ী ক্রয়ার্থ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। লালমোহন নামে এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া বলে যে, সে দালাল। গৌরমোহন দে নামে পূর্ব্ববঙ্গের এক ধনী জমিদার কুঠিঘাটা বরাহনগরে একখানি বাড়ী সস্তায় বিক্রয় করিবেন। শ্রীযুত ডি, কে, মুখোপাধ্যায় ঐ লালমোহন কর্ত্তৃক কুঠিঘাটার এক বাড়ীতে নীত হয়েন এবং দেখেন যে এক জমিদার মহা জাঁকজমক সহকারে কাছারী করিতেছেন। লালমোহন শ্রীযুত ডি, কে, মুখোপাধ্যায়কে জমিদারের সহিত আলাপ করাইয়া দেয়। জমিদার শ্রীযুত ডি, কে, মুখোপাধ্যায়কে বলেন যে, বাড়ী লওয়া যদি তাহার প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে পরদিন তিনি যেন এক হাজার টাকা বায়না স্বরূপ লইয়া আসেন। পরদিন টাকা লইয়া কোন উকিলের সমক্ষে বায়নানামা লেখাপড়া হইবে। শ্রীযুত ডি, কে, মুখোপাধ্যায় পরদিন এক হাজার টাকা লইয়া তথায় গমন করেন। জমিদার উকিল ডাকিবার জন্য একজনকে হুকুম দিয়া অন্দরে প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে আর যে সব লোক ছিল, তাহারা জুয়া খেলিতে আরম্ভ করে এবং শ্রীযুত ডি, কে, মুখোপাধ্যায়কেও খেলিতে অনুরোধ করে, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। অবশেষে একজন তাহার হইয়া খেলিতে আরম্ভ করে এবং বলে যে তিনি ১৪০০ টাকা হারিয়া গিয়াছেন, এই বলিয়া তাহারা ছোরা দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে এক হাজার টাকা কাড়িয়া লয়। তৎপরে তিনি বরাবর পুলিশে গিয়া সংবাদ দেন, কিন্তু পুলিশ লইয়া আসিয়া দেখেন বাড়ীখানিতে কেহ নাই। এ পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

হিন্দু বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার!

—০—

আবদুল নবি নামে জনৈক মুশলমান কর্ত্তৃক আট বৎসর বয়স্কা এক হিন্দু বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচারের সংবাদ এখানে আসিয়াছে। বালিকাকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। দুর্ব্বৃত্ত আবদুল নবি ফেরার হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

“সময়”

বাঙ্গালায় পশুর অবনতি।

—০—

বাঙ্গালায় গৃহপালিত পশুদিগকে যে বিশেষ যত্নসহকারে প্রতিপালন করা হয় না, ইহা এখানকার পশুদিগের উপর দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গীয় সরকার বাঙ্গালার গৃহপালিত পশুদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে বিশেষজ্ঞদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন, বাঙ্গালার গৃহপালিত পশুদিগের দুরবস্থার একশেষ,—উহাদের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, এরূপ অবস্থা পৃথিবীর আর কোন দেশের কোন পশুর নাই। ইহারা নানারূপ রোগে ভুগিয়া থাকে। অনাশনই সেই রোগের কারণ। ইহা ভিন্ন পশুদিগের প্রতি অত্যাচারও নিতান্ত অল্প হয় না। কাজেই বাঙ্গালায় গৃহপালিত পশুর দিন দিন ঘোর অবনতি ঘটিতেছে। এই গৃহপালিত পশু বলিলে কেবল গোমহিষ বুঝিতে হইবে না,—ছাগল, ভেড়া,

ঘোড়া সমস্তই বুঝিতে হইবে। আজকাল বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই গাভীগণ যে দুগ্ধহীন হইতেছে, অপালন ও অপর্য্যাপ্ত আহারই যে তাহার মুখ্য কারণ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে এক একটি দেশী গাভী পাঁচ ছয় সের করিয়া দুধ দিত, এখন সেরূপ গাভী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বের ন্যায় আর সেরূপ ষণ্ডও দেখিতে পাওয়া যায় না। মহিষগুলিও ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং 'ক্ষীণজীবি' হইয়া পড়িতেছে। মেষ ও ছাগল পালন প্রায় এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের, অজ্ঞতার এবং অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক। বাঙ্গালা হইতে গোচারণের মাঠগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, লোক আর পশুপালন করিতে পারে না। তাহার উপর পল্লীগ্রামে পাউণ্ডের উৎপাত একেবারে অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে, বাঙ্গালায় গৃহপালিত পশুসমস্যা বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে।

পৃথিবীর পরিণাম।

—:॰:—

পৃথিবীর পরিণাম সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিস্কৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন সমগ্র সৌর জগৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ দুইটী নক্ষত্রে পরিণত হইবে। তাহার একটী সূর্য্য, অপরটী বৃহস্পতিকে কেন্দ্র রাখিয়া সমগ্র গ্রহ নক্ষত্রের সমবায়ে বৃহৎ একটী নক্ষত্র। কিন্তু এই ব্যাপারটী সংঘটন হইতে ৫০০,০০০,০০০,০০০ বৎসর লাগিবে। বাঁচা গেল।

কচুরীপানার সার।

কচুরীপানা পোড়াইয়া জমিতে সাররূপে ব্যবহার করিতে পারেন অথবা গরুকে খাওয়াইয়া গোবরের সার করিতে পারেন।

ডাঃ পি, সি, রায়, এম, বি, ডি, পি, এইচ
ডিষ্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার, মুর্শিদাবাদ।

কর্ম্মখালি।

একজন সদগৃহস্থ জমিদারী কার্য্যে অভিজ্ঞ, মামলা মোকর্দ্দমা পরিচালনে সুদক্ষ ও সেটেলমেণ্ট কার্য্য জানে এইরূপ তহশীলদারের আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে। আবেদনকারীগণকে নগদ বা সম্পত্তি জামিন দিতে হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্বয়ং আসিলে বা দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

শ্রীগোকুলচন্দ্র রায়।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শনসার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ বার আনা। ডাঃ নন্দলাল পাল এণ্ড সন্স।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেণ্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাবতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

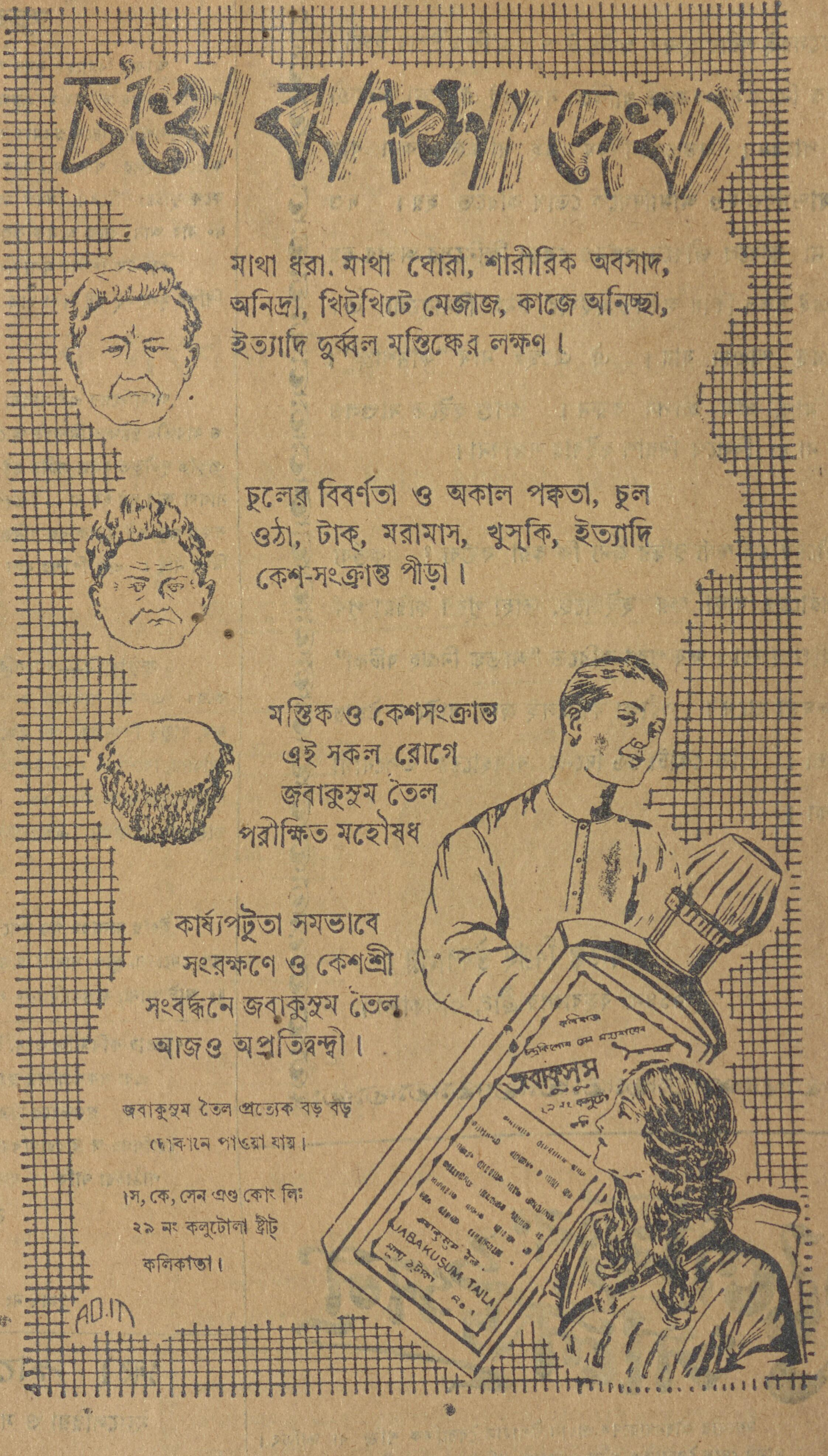

চোখে ঝাপ্সা দেখা

মাথা ধরা. মাথা ঘোরা, শারীরিক অবসাদ, অনিদ্রা, খিট্‌খিটে মেজাজ, কাজে অনিচ্ছা, ইত্যাদি দুর্ব্বল মস্তিষ্কের লক্ষণ।

চুলের বিবর্ণতা ও অকাল পক্কতা, চুল ওঠা, টাক্, মরামাস, খুস্‌কি, ইত্যাদি কেশ-সংক্রান্ত পীড়া।

মস্তিষ্ক ও কেশসংক্রান্ত
এই সকল রোগে
জবাকুসুম তৈল
পরীক্ষিত মহৌষধ

কার্য্যপটুতা সমভাবে
সংরক্ষণে ও কেশশ্রী
সংবর্দ্ধনে জবাকুসুম তৈল
আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

জবাকুসুম তৈল প্রত্যেক বড় বড়
দোকানে পাওয়া যায়।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

GANGADHAR ANJANSAR
TRADE MARK
An Ointment For Eyes
CHANDERNAGORE

AND

GANGADHAR BATIKA
TRADE MARK
A Pill For The Eyes
CHANDERNAGORE

গঙ্গাধর অঞ্জনসার ও গঙ্গাধর বটিকা

ছানি ব্যতীত সকল প্রকার চক্ষুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

বিগত ৮০ বৎসরেরও অধিক কাল আমাদিগের এই চক্ষুরোগের অমোঘ ঔষধ ব্যবহার করিয়া সহস্র সহস্র রোগী নানাপ্রকার চক্ষুরোগ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এই ঔষধ দুইটির ক্রিয়া আশু ফলপ্রদ ও চিরস্থায়ী। ইহাতে কোন প্রকার চক্ষুর অনিষ্টকর পদার্থ নাই এবং ব্যবহারে কোন প্রকার কষ্ট নাই। ইহা বহু সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিজ্ঞ ডাক্তার, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক পরীক্ষিত ও প্রসংশিত। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিজ্ঞাপন পাঠান হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— রোগীদিগের ঔষধ প্রাপ্তির সুবিধার জন্য প্রতি জেলায়, মহকুমায় ও গ্রামে গ্রামে এজেণ্টের আবশ্যক; পত্র লিখিলে এজেন্সীর নিয়মাবলী পাঠান হয়।

পোষ্ট চন্দননগর, (বেঙ্গল) শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার।

নানাবিধ দেশী ও বিলাতী
সব্জী বীজ মুরশুমি ফুল ও

কপী বীজ

ইত্যাদির সচিত্র মূল্য তালিকার
জন্য লিখুন সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক
উচ্চহারে কমিসন দেওয়া হয়।
বঙ্কিম প্রসাদ ঘোষ এণ্ড কোং
পোঃ বালী, হাবড়া।

প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গের ফল।

সকলেরই শরীর সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট ও সুকান্তি হইবার ইচ্ছা। স্বাভাবিক নিয়ম সকল জ্ঞাত থাকিলে সকলেই ঐ ইচ্ছা ফলবতী করিতে পারেন। স্বভাবের নিয়ম যতই অতিক্রম করা যায় ততই স্বাভাবিক দণ্ড আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। দণ্ড ভোগ না করিলে জীবনে কখনও কোন জিনিসের অভাব হয় না। এই সকল বিষয় অবগত হইবার জন্য বিনামূল্যে এক খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের নাম "কামশাস্ত্র"। আজই নাম, ধাম জ্ঞাপন করুন। প্রাপ্ত হইতে মাশুলও লাগিবে না। বিলম্বে নিরাশ হইবার সম্ভাবনা।

শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কি করা কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য হচ্ছে শরীরের যাহা ক্ষয় হইয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হওয়া। ক্ষয় পূরণ করিতে "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা" অসীম ক্ষমতা রাখে। পরীক্ষা করিলেই জানা যাইবে, উহার কি ক্ষমতা। প্রতি কৌটা ১৬ দিনের ব্যবহারের উপযোগী ১৲ টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সল্টিউসন্

Electric
GARDEN REACH PR.

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৷৷৵০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৷৷৵০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৷৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা.

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারদদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা.

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, আরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি
এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট
সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।
রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা
পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা

১নং। দামোদর সুধা।ঃ— মূল্য ॥৵০
ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

অপেরীণ
NO MORE OPERATION

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য
অপেরীণ।ঃ—
বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীত্‌লী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ॥০ আনা।

৩নং। **স্পিরিট ক্যাম্ফর**ঃ—ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵০ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

৪নং। **একজিন**ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ॥০ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।